গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
উপবৃত্তি শাখা
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কার্যক্রম ১.৪ অনুসারে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহাতা ট্রাস্ট কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সারা দেশের সকল স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। এ আইনের ৩(১) উপধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপধারা অনুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একই সাথে তিঁনি ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। উক্ত আইনের ৮(১) উপধারা অনুযায়ী ২৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে সারা দেশের ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা, স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

এ সম্ভাবনার জোয়ার ও উন্নয়নে যে প্লাবন তৈরি করতে যাচ্ছে তা গ্রহণ করার এক ইতিহাসে যুগ সন্ধিক্ষণে আসীন বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী নির্দেশনার আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের শক্তিশালী উদ্যোগ বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য আসনে উন্নীত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষ সহায়তা ট্রাস্ট হতে যে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা পাচ্ছেন সেগুলোর বেশীর ভাগই ডিজিটালাইজ পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর আবেদন গ্রহণ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপকারভোগী শিক্ষার্থীর হাতে আর্থিক সহায়তা প্রেরণের পুরো কাজই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে কিন্তু এ কাজে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সহযোগী প্রযুক্তি ও জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনাকে আরো যথা সময়ে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে এবং অর্থ প্রেরণ নিশ্চিতে কার্যকারী ভুমিকা রাখতে পারে।

ক্রমিক.	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ব্যক্তি
১.	সফটওয়্যার উন্নয়ন	স্নাতক পর্যায়ের উপবৃত্তির ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি	সংখ্যা	১	মার্চ ২০২৩	উপবৃত্তি
২.	সকল সফটওয়্যার একই প্ল্যাটফরমে আনয়ন	বিদ্যমান সকল সহায়তা কার্যক্রম ব্যবস্থাকে ইন্টিগ্রেট করা।	সংখ্যা	১	জুন ২০২৪	উপবৃত্তি
৩.	অটোমেটেড কলসেন্টার/চ্যাটবোর্ড স্থাপন	উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রায় ৫৮ লক্ষ শিক্ষার্থী এবং ৩৫ হাজার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রশ্ন/সমস্যার সার্বক্ষণিক উত্তর প্রদানে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন	সংখ্যা	১	জুন ২০২৪	আইসিটি
৪.	অফিস যোগাযোগ ব্যবস্থা	উপবৃত্তি কার্যক্রমের সাথে সরাসরি যুক্ত ৩৫০০০ হাজার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সংস্থা/দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা।	সংখ্যা	১	জুন ২০২৩	আইসিটি

4IR কর্মপরিকল্পনা:

ক্র: নং	কর্মপরিকল্পনা/ শিরোনাম	বিস্তারিত বিবরণ	বাস্তবায়নকাল	প্রত্যাশিত ফলাফল	মন্তব্য
১.	সমন্বিত স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম (HSP) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার রোধকল্পে ট্রাস্ট কর্তৃক সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি-র (HSP) কার্যক্রম (http://hspbd.com/HSP-MIS) শুরু করা হয়।	০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র শুভ উদ্বোধন করা হয়, যার মেয়াদ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। সারা দেশের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে।	সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদানের ফলে সময়, খরচ ও দুর্ভোগ লাগব হবে। এর ফলে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর আওতায় প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান হরা হবে।
২.	ই- স্টাইপেন্ড কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	সারা দেশের স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের লক্ষ্যে 'ই-স্টাইপেন্ড' https://estipend.pmeat.gov.bd কার্যক্রম শুরু করা হয়।	১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে উক্ত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন হয়। পর্যায়ক্রমে 'ই-স্টাইপেন্ড'র মাধ্যমে সকল উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ এবং অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদানের ফলে সময়, খরচ ও দুর্ভোগ লাগব হবে।	২০২২-২৩ থেকে এ কার্যক্রমে স্নাতক সম্মান শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে মেডিকেল কলেজ এবং কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরও আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর আওতায় প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান হরা হবে।
৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান।	'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।	২০২০-২১ অর্থবছরে এ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বর্তমানে এটি ট্রাস্টের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার হিসেবে নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকার আওতায় স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ২২ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এককালীন ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। তাঁরা শিক্ষাজীবন শেষে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ পরবর্তীতে রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এর আওতায় প্রতিবছর ২২ জন অন্যন্য মেধাবী স্নাতোকোত্তর শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার হিসেবে নির্বাচন করে তাদের এককালীন ৩ লক্ষ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।
৪.	ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অনলাইনকরণ।	সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম http://www.eservice.pmeat.gov.bd/admission অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে।	অনলাইনে ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম জানুয়ারি ২০২২ এ শুরু হয়, যা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে; উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা জুলাই-আগস্ট মাসে এবং স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনলাইনে আবেদন করতে পারছে। **ফলে** শিক্ষার্থীদের সময়, খরচ ও দুর্ভোগ লাগব হবে।	ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা যথাক্রম ৫, ৮ ও ১০ হাজার টাকা করে পাবে। এর আওতায় প্রতিবছর সর্বমোট ৩ হাজার দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ভর্তি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.	চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনকরণ।	সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম অনলাইন http://www.eservice.pmeat.gov.bd/medical ভিত্তিক করা হয়েছে।	অনলাইনে চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম জানুয়ারি ২০২২ এ শুরু হয়, যা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।	দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা চিকিৎসা অনুদান পাওয়ার জন্য বছরের যে কোন সময় অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। ফলে দ্রুততম সময়ে চিকিৎসা অনুদান পেয়ে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। এতে গুরুতর আহত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ লাগব হবে।	চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন চিকিৎসা অনুদান পেতে পারে। এর আওতায় প্রতিবছর দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী নির্বাচিত সকল শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হবে।
৬.	কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ট্রাস্ট কর্তৃক সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, আইটি শিক্ষক/কর্মচারী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ।	২০২১ সাল থেকে ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, আইটি শিক্ষক/কর্মচারী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা বৃদ্ধি করা হবে।	সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, আইটি শিক্ষক/কর্মচারী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সফটওয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে পরিবর্তিত বিশ্ব তথা ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে।	প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিবছর পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।

ছক: ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহাতা ট্রাস্ট কর্তৃক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/টিম/ব্যাক্তি
১.	4IR-টিম/সেল গঠন এবং ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন	4IR-সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা/কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য টিম গঠন এবং 4IR-ফোকাল/বিকল্প ফোকাল পার্সন নির্বাচন	সংখ্যা	১ টি	অক্টোবর/২০২২	উপবৃত্তি শাখা
২.	অবহিতকরণ সভার আয়োজন	কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে অবহিতকরণ সভার আয়োজন	সংখ্যা	২ টি	ডিসেম্বর/২২-মার্চ/২৩	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
৩.	4IR বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 4IR সম্পর্কিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন	সংখ্যা	২ টি	নভেম্বর/২২-এপ্রিল/২৩	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
৪.	সফটওয়্যার উন্নয়ন	স্নাতক পর্যায়ের উপবৃত্তির ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি	সংখ্যা	১	মার্চ ২০২৩	উপবৃত্তি
৫.	সকল সফটওয়্যার একই প্ল্যাটফরমে আনয়ন	বিদ্যমান সকল সহায়তা কার্যক্রম ব্যবস্থাকে ইন্টিগ্রেট করা।	সংখ্যা	১	জুন ২০২৪	উপবৃত্তি
৬.	অটোমেটেড কলসেন্টার/চ্যাটবোর্ড স্থাপন	উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রায় ৫৮ লক্ষ শিক্ষার্থী এবং ৩৫ হাজার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রশ্ন/সমস্যার সার্বক্ষণিক উত্তর প্রদানে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন	সংখ্যা	১	জুন ২০২৪	আইসিটি

৭.	অফিস যোগাযোগ ব্যবস্থা	উপবৃত্তি কার্যক্রমের সাথে সরাসরি যুক্ত ৩৫০০০ হাজার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সংস্থা/দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা।	সংখ্যা	১	জুন ২০২৩	আইসিটি
৮.	অংশীজনদের সাথে Partnership ও MOU স্বাক্ষর	4IR-সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তার জন্য অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও MOU স্বাক্ষর	সংখ্যা	২ টি	জুলাই/২৩-জুন/২৬	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
৯.	প্রণোদনা প্রদান	অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য PMEAT's Award চালুকরণ	সংখ্যা	২ টি	অর্থবছর সমাপনান্তে কাজের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে ১টি কর্মকর্তা পর্যায়ে এর্‌ং ১টি কর্মচারী পর্যায়ে	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
		Appreciation letter প্রদান	-	-		

(কাজী দেলোয়ার হোসেন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
ফোন: ০২-৮১৯২২০০
e-mail: md@pmeat.gov.bd